পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper from West Coast

প্রকাশক ও
প্রধান সম্পাদক
জাহান হাসান

সহযোগী ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
শিরীন আক্তার

কন্ট্রিবিউটিং সম্পাদক
মামুন রিয়াজী
কাজী রহমান
অধ্যাপিকা হামিদা আখতার
এস, এম হোসেন বাবু

নিয়মিত অংশদাতা
আরা আহমেদ
মমতাজ শহীদ
রেহানা সুলতানা
তপন দেবনাথ
মিজানুর রহমান

কার্টুনিষ্ট
মামুন রিয়াজী (মারি)

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ড. কাজী নাসির উদ্দীন

Ekush (2wenty One)
Bengali Community Newspaper

Editorial

Editor-In-Chief
Jahan Hassan
Jahan@Ekush.info

ASSOCIATE EDITOR
Shirin Akhter

CONTRIBUTING EDITORS
Mamun Reazi (MARI)
Kazi Rahman
Hamida Akhter (Prof.)
S.M. Hossain Babu

Editorial Advisor
Dr. Qazi Nasir Uddin

CONTRIBUTING WRITERS
Ara Ahmed
Mamtaz Shahid
Rehana Sultana
Tapon Devnath
Mizanur Rahman

CARTOONIST
Mamun Reazi (MARI)

BUSINESS

Publisher
Jahan Hassan
(818) 941 3876
Publisher@Ekush.info

Advertising
(818) 941 3876

OFFICE :
একুশ Ekush
6362 Hollywood Blvd.
Suite 302
Hollywood, CA 90028, USA

Phone: (818) 941 3876
Phone: (323) 462 9300
Fax: (877) 226 4524
Fax: (877) BANGLA INFO

www.Ekush.info

একুশ মানে একবিংশ শতাব্দীর আলোকবর্তিকা
একুশ মানে মাথা নত না করা।
একুশ মানে স্বাধীনতা,
একুশ মানে সচেতনতা।
একুশ মানে অধিকার আদায়ের তারুণ্যতা।

সম্পাদকীয়

প্রবাসের সমাবেশ ঃ অতীত ও বর্তমান

দেশে থাকতে বাল্য-কৈশোর জীবনে যাত্রা গান শুনতে গিয়ে ''জলহারা নিমের মত সড়িকে পাশরি'' এই গানের কলিটি কেন জানি আমার মনের গভীর কন্দরে শেকড় গেড়ে বসেছিল। সময় ও সুযোগ পেলে এই কলিটি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বেড়িয়ে আসতো পত্র, পল্লব, পুষ্প বিভূষিত করে। প্রবাস জীবনে দেশের এই যাত্রা গানের পংক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যেন অনুভব করতে পারলাম। বাংলাদেশের কোন কোন গ্রামাঞ্চলের মাছের অপর নাম 'নিম'। এই বিদেশী সমাজে অপরিচিত, বিজাতীয় সংস্কৃতির মানুষের ভীড়ে নিজেকে আমার প্রায়ই জলহারা নিমের মতোই মনে হতো।

প্রবাস জীবনে কখনো সখনো প্রবল হতাশার অনুভূতিতে হৃদয় যখন ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো ছটফট করতো তখন প্রবাসের সমাবেশগুলোকে কবি জীবনানন্দ দাশের ''অতি দূর সমুদ্রের পর যে নাবিক হারায়েছে দিশা, সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভেতর'' ঠিক তেমনি মনে হতো। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ''ধানসিড়ি নদীটির পাড়ে সেই বাংলায়'' জেগে ওঠার জন্য আমি গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম। কিন্তু ইদানীং সেই অনুভূতিটুকুরও মৃত্যু হয়েছে। সেই দুঃখের কাহিনীটি আজ লিখতে বসেছি।

এমন এক সময় ছিল যখন প্রবাসীরা প্রবাসীদের দুঃখ বুঝতো। প্রবাসীদের সমাবেশের দুর্লভ মূহুর্তগুলো ভরে থাকতো অতীতের স্মৃতিচারণ, ফেলে আসা দিনগুলোর রোমন্থন, আর ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির ভাগ বন্টন। নিজের প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতাকে দেশবাসীর সঙ্গে বিনিময়ের আকুতিতে হৃদয় হতো আপ্লুত। আগে একজন স্বদেশবাসীর পরিচয় ছিলো সে আমার দেশবাসী। এখন একজন স্বদেশীকে নির্দ্বিধ চিত্তে আপন জন ভেবে হৃদয়ের ভাব বিনিময়ের কোন অবকাশ নেই। প্রবাসীরা আজ শতধা বিভক্ত। বিভিন্ন দল, গোত্র আর গোষ্ঠীতে নিজেদেরকে চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে স্বেচ্ছা নির্বাসনে বসবাস করছে প্রবাসীরা।

ইদানীং প্রবাসীদের কোন সমাবেশে উপস্থিত হলে সবাইকে এক সঙ্গে বসে ভাব বিনিময় করতে আর দেখা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে কাউকে ক্যারাম, কাউকে দাবা, কাউকে লুডু আর কাউকে টিভির সামনে মানুষের লড়াই অথবা ফুটবল খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। আবার কয়েকজনকে দেখা যায় খালেদা, হাসিনা অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে।

এমন এক সময় ছিলো যখন প্রবাসের সমাবেশে গানের আসর বসতো। কবিতা, ছোট গল্প পাঠ, নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন এখন অতীতের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বড় ধরণের কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া ঘরোয়া সমাবেশে এখন আর কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় না। সময় এখন পাল্টে গেছে। সুতরাং আমি এখনো জলহারা নিমের মতো ছটফট করি। প্রবাসের সমাবেশ এখন আর সবুজ ঘাসের দেশ দৃষ্টির দিগন্তে উদ্ভাসিত করে না।

আরকার কলাম — **কাজী রহমান**

ইনকাম ট্যাক্স বিষয়ে দিকসূত্র

ক্রমবর্ধমান নতুন এবং আত্মসম্মানবোধে পরিপূর্ণ কমিউনিটি হিসেবে এদেশে বাংলাদেশী আমেরিকানরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। যারা নতুন কিংবা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এদেশের বিভিন্ন পদ্ধতি আরেকটু কাছে থেকে দেখতে আগ্রহী ; যারা সাধারণ জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজেন, তাদের কথা মাথায় রেখেই ইনকাম ট্যাক্স বিষয়ে এই লেখাটি। সাধারণ জ্ঞান নির্ভর এই রচনাটি এদেশের ইনকাম ট্যাক্স বিষয়ে খুব সংক্ষেপে দিকসূত্র নির্দেশনা করবে। এতে করে ট্যাক্স প্রস্তুতিতে সাহায্য হবে। নিজে না পারলে ফাইলিং-এর সময় পেশাদার ট্যাক্স প্রস্তুতকারীদের সাহায্য নেওয়া উচিত।

ইনকাম ট্যাক্সের সাধারণ দুইটি ধরণের একটি হলো ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স ও অন্যটি হচ্ছে স্টেট ইনকাম ট্যাক্স। ক্যালিফোর্ণিয়ার মতো স্টেটসহ অন্যান্য কিছু স্টেটে স্টেট ট্যাক্স নেওয়া হয়, আবার কিছু কিছু স্টেটে কোন স্টেট ট্যাক্স নেওয়া হয় না কিন্তু দেশের সব স্টেটের বাসিন্দাদেরকেই ফেডারেল ট্যাক্স দিতে হয়। অবশ্য খুব সামান্য আয় হয়েছে এমনজনের জন্য ব্যতিক্রম রয়েছে। পরবর্তী অংশে ফেডারেল ট্যাক্সের বিষয়টি সহ বহুল ব্যবহৃত কিছু ট্যাক্স শব্দ তুলে ধরা হবে এবং এর মাধ্যমেই ট্যাক্স কি সে সম্বন্ধে জানানোর চেষ্টাও চলবে।

ট্যাক্স পদ্ধতিতে সহজ কিছু অংক বের করতে হয় যে আপনার আয়ের কতটুকু অংশের ট্যাক্স দিতে হবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ছোট ব্যবসায়ী ও সাধারণ চাকুরীজীবি, খেটে খাওয়া মানুষকে ট্যাক্স দিতেতো হয়ই না বরঞ্চ সাধারণ হবার কারণে বিভিন্ন খাতে উল্টো কিছু টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণ মানুষের ভয়ের কোন কারণ নেই, যথা সময়ে ট্যাক্স ফাইল করাটাই উত্তম।

এখন দেখা যাক কিছু ট্যাক্স শব্দ ও তার সাধারণ অর্থ ঃ

১). এডজাস্টেড গ্রস ইনকাম (AGI) ঃ এর মানে সারা বছরে বিভিন্ন খাতে মোট আয়। খাতগুলি বেতন, সুদ, শেয়ারে খাটানো লভ্যাংশ ইত্যাদি ধরণের মোট আয়। অবশ্য ব্যতিক্রম সব সময়ই রয়েছে।

২). স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বা ডিডাকশন ঃ মোট AGI থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় বাদ বা ডিডাক্ট করার জন্য ঘোষিত অংকই স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন। ট্যাক্স ফাইলিংকারীর ধরণের উপর এই পরিমাণটি নির্ভরশীল। এটি পূর্ব নির্ধারিত। তবে অনির্ধারিত ডিডাকশনও সম্ভব। সারা বছর বিভিন্ন খাতে ব্যয়কৃত অর্থের নির্দিষ্ট কিছু অনুমোদিত খাতের ব্যয়ের যোগফল যদি নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের চেয়ে বেশী হয় তবে অনির্ধারিত ডিডাকশন বা আইটেমাইজড ডিডাকশন নেওয়া যাবে। ব্যতিক্রম এক্ষেত্রেও থাকবে। মেডিকেল ডাক্তার, ঔষধ, মর্টগেজের সুদ, স্টেট ও লোকাল ট্যাক্স, সম্পত্তির ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে দান, কার্য্যাপলক্ষে পড়া ও স্থান পরিবর্তন, চুরির ক্ষতি, জুয়াতে হারার ক্ষতি, বিবিধ খরচ ইত্যাদির যোগফল যদি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের চেয়ে বেশী হয় অনুমোদিত ক্ষেত্রে তখন এই আইটেমাইজড ডিডাকশন প্রয়োগ করা হয়। বলাই বাহুল্য মোট আয়ের থেকে ট্যাক্স দিতে হবে এমন আয় নির্ধারণের দিকে এগুবার পথেই এইসব বিয়োগযোগ্য সুবিধা পাওয়া যায় যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে।

৩). এক্সযেমশন ঃ এটি আরো একটি বিয়োগযোগ্য অংক। ট্যাক্স প্রদানকারীসহ ট্যাক্স প্রদানকারীর আয়ের উপর নির্ভরশীল সকলের প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিয়োগ করা যাবে এই এক্সযেমশনগুলি ব্যবহার করে। এত কিছু করবার বা করতে পারার কারণ ও লক্ষ্য একটাই, আর তা হলো মোট এজিআই-এর উপর ট্যাক্স না দিয়ে কত কম আয়ের উপর আইনানুগভাবে ট্যাক্স হিসাব করা যায়। আয় যত কম ট্যাক্স তত কম। আর আয় যদি হয় খুব কম ; টাকা ফেরত বা রিফান্ড পাওয়ার সম্ভাবনাও হবে উজ্জ্বল। ইতিমধ্যে সারা বছর ধরে পে চেক থেকে কেটে নেওয়া ট্যাক্স কোথায় গেল ? দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ট্যাক্সেবল ইনকাম বের করে ট্যাক্স যত হয় সেখান থেকে ইতিমধ্যে পে চেকের ট্যাক্স কেটে নেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

৪) টেক্সেবল ইনকাম ঃ এই আয়ের উপরই ট্যাক্স দিতে হবে, তা হিসাব করতে হবে। এজিআই থেকে ডিডাকশন, এক্সযেমশন এবং অন্যান্য অনুমোদিত এডজাস্টমেন্ট প্রয়োগের পর এই ট্যাক্সেবল ইনকাম পাওয়া যায়।

৫). ক্রেডিট ঃ এটি সাধারণ ট্যাক্স প্রদানকারীদের সবচেয়ে প্রিয় অংশ। বিভিন্ন ধরণের ট্যাক্স প্রদানকারীদের জন্য বিভিন্ন ক্রেডিট সমূহ হচ্ছে সুসংবাদ। কারণ এটি ট্যাক্সেবল ইনকাম না কমিয়ে প্রদানযোগ্য ট্যাক্সকেই কমিয়ে দেয়। যখনই প্রদানযোগ্য ট্যাক্স কমতে কমতে শূন্য অতিক্রম করে তখনই উদ্ভব হয় রিফান্ড বা ট্যাক্স ফাইলের কারণে টাকা ফেরত পাবার ব্যাপারটি। সুতরাং স্বল্প আয় বা বড় পরিবার এদের ট্যাক্স রিফান্ড পাওয়াটি একটি গতানুগতিক ও ন্যায্য ব্যাপার। নিজ আয়ের এবং ব্যয়ের হিসাব যত্ন করে রাখতে পারলে ট্যাক্স সিজন স্বল্পআয়ীদের জন্য আনন্দের সময়।

এ বছরও ১৫ এপ্রিল ট্যাক্স ফাইল করার নির্ধারিত সময়সীমা। যথা সময়ে ট্যাক্স ফাইল করলেই সব দিক থেকে মঙ্গল। যারা এ বছর ট্যাক্স ফাইল করবে তারা নিয়মিত হিসাবের বাইরেও একটি বিশেষ ট্যাক্স রিবেট পাবে, এটি হলো ষ্টিমুল্যাস পেমেন্ট। ৩ হাজার ডলারের বেশী যারা উপার্জন করেছে এবং তাদের মধ্যে যারা সিঙ্গেল ফাইলার তারা পাবেন ৬শ ডলার; যারা বিবাহিত ও জয়েন্ট ফাইলার তারা পাবেন ১২০০; যাদের সন্তান আছে, তারা এইসবের উপরেও পাবেন সন্তান প্রতি ৩০০ ডলার করে। বুশ প্রশাসন অর্থনৈতিক মন্দা কাটাতে এই ব্যবস্থা নিয়েছে। এখন মন্দাভাব প্রকট। বুঝে চলুন।

আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ কেন ?

প্রথম পাতার পর:

এ সত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে একাত্তরের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্সের ময়দানে দশ লক্ষ মানুষের সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ঘোষণা, ''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমাদের যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল''। আমাদের হৃদয়ে যেন আগুনের এক লেলিহান শিখা উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। স্বাধীনতা ঘোষণাই যদি দেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে ৭ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস নয় কেন ? বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের এই ঐতিহাসিক ঘোষণা যদি স্বাধীনতা ঘোষণা না হয়ে থাকে তাহলে ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণাই কি সত্যিকারের স্বাধীনতা ঘোষণা ? ৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা কি ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ?

এই সমস্যার সমাধান আমি আজো খুঁজে বের করতে পারিনি বলেই আমার মনে হয়েছে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেই কোন একটি দেশ স্বাধীন হয়ে যায় না, সেদিন থেকে শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। সুতরাং যেদিন সত্যিকারভাবে দেশ হানাদার শত্রু মুক্ত হয়, দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে অথবা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, সেদিনটিই আমাদের সত্যিকারের স্বাধীনতা দিবস। এই যুক্তির বিচারে ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। অন্য বিবেচনায় স্বাধীনতা ঘোষণাটাই যদি স্বাধীনতার জন্ম বলে বিবেচিত হয় তাহলে ৭ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস বলে বিবেচিত হওয়া কি উচিত ছিল না ?

স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা ঘোষণাকে আমি মাতৃগর্ভে সন্তানের সম্ভাবনা অনুভব করার সঙ্গে তুলনা করতে চাই। কোন মহিলা যেদিন গর্ভবতী অনুভব করার ঘোষণা প্রদান করেন সেদিন থেকে আশা, আকাংখা আর উত্তেজনায় দিন কাটে স্বামী-স্ত্রীর এবং পরিবার পরিজনদের। সন্তান যেদিন ভুমিষ্ঠ হয় সেদিনটিকে আমরা সন্তানের জন্মদিবস বলে বিবেচনা করি। স্ত্রী যেদিন প্রথম দিন গর্ভধারণ করেছেন বলে ঘোষণা করেন সেদিনটিকে কিন্তু আমরা সন্তানের জন্মদিবস বলি না।

সে কারণেই বাংলাদেশের জন্ম স্বাধীনতা ঘোষণার দিনকে কেন বিবেচনা করা হলো এ রহস্য আমার কাছে রহস্যই থেকে গেল। রহস্য আরো ঘনীভূত হলো জাতির পিতার ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণার দিন ৭ মার্চকে বাদ দিয়ে ২৬ মার্চকে কেন স্বাধীনতা ঘোষণার দিন হিসেবে গণ্য করা হলো এই ভেবে।

আমার বার বার মনে হয়েছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। কেন হয়নি তার উত্তর অনেকের জানা থাকা সত্ত্বেও সবাই যদি না জানার ভান করে চুপ করে থাকেন তাহলে সঠিক ইতিহাস আর কোনদিন রচিত হবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ ইতিহাস রচিত না হওয়ার কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ইতিহাসকে বিকৃত করার অপচেষ্টা। আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সূচনা লগ্নে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং পরবর্তীকালে একের পর এক যারাই ক্ষমতাসীন হয়েছেন সেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের ভূমিকাকে গৌরবোজ্জ্বল করে তোলার জন্যে নুতন নুতন ইতিহাস রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

একটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা অর্জনের কৃতিত্ব কখনো কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল দাবী করতে পারে না। তেমনি কোন একজন বিশেষ ব্যক্তিও এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে দাবী করা সঙ্গত নয়। দল-মত ও ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে দেশের আপামর জনসাধারণ দেশের মুক্তির কামনায় যখন আত্মবিসর্জনের জন্যে প্রস্তুত হয় তখনই সম্ভব হয় দেশের স্বাধীনতা অর্জন। আমাদের দেশের কর্ণধাররা যদি আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা প্রবাহকে রাজনীতির উর্ধে রাখতে পারতো তাহলে ১৬ ডিসেম্বরই আমাদের স্বাধীনতা দিবস বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারতো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দ্বিতীয় ভাবনা — **মুজিবর রহমান বাদল**

নির্বাচনের জন্যে ধৈর্যহারা তাগিদ কিসের আলামত?

ওয়ান ইলেভেনের অনিবার্য পথে ক্ষমতায় আসা বাংলাদেশ সরকারের এক বছর পূর্ণ হলো। ক্ষমতা গ্রহণের পর এগারো সদস্য বিশিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘোষণা করেছিল ২০০৮-এর শেষের দিকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন দেবে। এজন্যে সরকার রোডম্যাপও ঘোষণা করেছে।

এক বছর পার হওয়ার পর একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল জাতীয় জীবনে-নির্বাচন সময়মতো হবে তো?

প্রকৃতপক্ষে, নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা কী চাই? এমন একটি জাতীয় সংসদ চাই যার প্রতিটি সদস্য-সদস্যা হবেন এক একজন আদর্শ মানুষ। ব্যক্তি-স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে অবস্থান করে তাঁরা মুক্ত থাকবেন সকল প্রকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস, লোভ ও সঙ্কীর্ণতা থেকে। অন্যভাবে বলা যায়-নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা কিছুতেই ফিরে যেতে চাই না ওয়ান ইলেভেনের পূর্ববর্তী অবস্থায়।

ওয়ান ইলেভেন পূর্ববর্তী পনেরটি বছর ধরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই রাজনীতির নামে যে সমুহ অপকীর্তি চর্চা করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে রাজনীতিবিদ না বলে রাজনীতিজীবী বলা যথার্থ বলে মন্তব্য করছেন এক বক্তা। আমার মূল্যায়নে এটাও যথার্থ হয়নি। কারণ, জীবিকার উপায় সাধারণ রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাদেরকে রাজনীতিজীবী বলা যায়। কিন্তু এসব নেতৃবন্দ যা করেছে তা নিছক জীবিকার জন্যে নয়, রাজনীতিকে পুঁজি করে তারা হৃদয়হীন লালসা চরিতার্থ করেছে। এজন্যে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, রাহাজানি, দস্যুতা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দলীয় রাজনীতিকরণ, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, বিশ্বাসঘাতকতা, নির্যাতন ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে তারা রাজনীতিকে কলঙ্কিত করেছে। কোন সভ্য সমাজে এগুলো জীবিকার মাধ্যম হতে পারে না। এ কারণে এসব রাজনৈতিক নেতাদের রাজনীতিজীবীও বলা যাবে না, বলা যেতে পারে রাজনীতিখাদক। সুস্থ ও সুষ্ঠু রাজনীতিতে এদের স্থান নেই।

অতীব আশঙ্কার সাথে লক্ষ্য করছি যে, একটা বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনের জন্যে তৈরি হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। নানান অজুহাতে, হেলায় ফেলায় কালক্ষেপণ করাই যেন দলনেতাদের প্রধান উদ্দেশ্য, সময় এলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে নির্বাচনে। দখল করে নেবে জাতীয় সংসদ ভবন।

কোনো কোনো নেতার যেন তর সইছে না। রোডম্যাপ আমলে না এনে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই নির্বাচন দাবি করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না।

আজ যারা নির্বাচনের জন্যে এতো বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন, তাদের কাছে প্রশ্ন নির্বাচনের জন্যে মানুষ, নাকি মানুষের জন্যে নির্বাচন? গণতন্ত্রের জন্যে মানুষ, নাকি মানুষের জন্যে গণতন্ত্র? বুঝলাম, জরুরী অবস্থার মধ্যে আমাদের মান বাঁচে না। কিন্তু লুণ্ঠনের রাজত্বে তো আমাদের প্রাণ বাঁচানোই দায়। একথা কী আজ কাউকে বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন যে ওয়ান-ইলেভেনের পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় জরুরী অবস্থার মধ্যেই আমরা অধিকতর ভালো আছি? তার অর্থ এই নয় যে, জরুরি অবস্থা সবসময় বলবৎ রাখতে হবে। অবশ্যই আমরা গণতন্ত্রী জনতা গণতন্ত্রে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু স্বাধীনতার পর হতে যে দেশে গণতন্ত্রের নামে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্র, মুক্তির নামে জনগণকে উপহার দেয়া হয়েছে চাবুকের কষাঘাত, স্বাধীনতার নামে চর্চিত হয়েছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা। সেই দেশমাতৃকাকে সত্যিকার গণতন্ত্র, মুক্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে জরুরী অবস্থা কিছুটা যদি দীর্ঘায়িতও হয় ক্ষতি কি তাতে?

মুখের শরম ঢাকতে যদি লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে সেই কাপড় ব্যবহার করেন তাহলে কাজটা কি ঠিক হলো? রাজনীতিবিদরা লেজ বাঁকিয়ে বসে আছে। লেজ সোজা করার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তারা শুধু অপেক্ষায় রয়েছে শিকার ধরার মোক্ষম সময়টির জন্য কখন আসবে সেই কাড়িক্ষত সময়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা ভুল করে, কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার যোগ্যতা ও চরিত্র তাদের নেই। তারা সংকীর্ণ, লোভী এবং বোকা।

দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর একান্ত সহযোগিতাপুষ্ট বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কোনঠাসা করার জন্য নানাভাবে সক্রীয় কুচক্রীমহল। তার বর্তমান উদাহরণ হঠাৎ করেই চালের দাম বেড়ে আবার হঠাৎ করেই তা নেমে যাওয়া। দুর্নীতিবাজ, লুটেরা ও ক্ষমতালিপ্সু একটি মহল ব্যবসায় ও রাজনীতিতে আঁতাতের মাধ্যমে সুযোগ পেলেই ফণা তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা চায় দেশটাকে আবারও লুটপাটের স্বর্গরাজ্য বানাতে। এজন্যেই প্রতিনিয়ত সরকারের ভালো কাজগুলোর প্রশংসা না করে অহেতুক ব্যর্থতার পুঁথি পাঠ করে তারা। তারা কেন বুঝতে চায় না জনগণকে বোকা বানানোর অর্থ নিজেদের বোকামিত্বেরই আত্মসমর্পণ।

জনতার অবিচল আস্থার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উত্তরোত্তর সফলতা অর্জন করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সম্মিলিত এক অভূতর্পূব প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হবে বাংলাদেশে সত্যিকারের সুশাসন এবং মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার।

এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনে পরিবর্তন হতে পারে ঘোষিত রোডম্যাপের, পিছিয়ে যেতে পারে নির্বাচন। তবু শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্যে যেন নির্বাচন না হয়।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলছি, বৃথা আর সময় নষ্ট করবেন না। একটি বছর পার হয়ে গেলো, আপনারা সংস্কার আনতে পারেনি স্ব স্ব দলের ভেতরে ও বাইরে। এখনও সময় আছে, দলীয় গণতন্ত্রায়নের প্রতি আন্তরিক হোন। তৈরি করুন নিজেদের ওয়ান-ইলেভেন পরবর্তী সময়ের আদলে। আর যদি তা করতে ব্যর্থ হন, তবে রাজনীতি থেকে ইস্তফা দিন। কারণ, রাজনীতির নামে দেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিয়ে দস্যুবৃত্তির চর্চা করার শেষ দিনটি অস্তমিত হয়েছে বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে ওয়ান-ইলেভেনের নব আলোকে নতুন সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে। এ বাস্তবতা যত দ্রুত আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন, ততই সামনে এগিয়ে আসবে নির্বাচন এর অন্যথা শুধুই ব্যর্থ প্রয়াস।

রাষ্ট্রপতি, সেনাবাহিনী প্রধান, প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনারা আরও কঠিন হোন, আরও সতর্ক হোন। যথাযথ পরিবেশ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত রোডম্যাপ রক্ষা করার জন্য শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য নির্বাচন দিয়ে বাংলাদেশ ও দেশের মানুষকে ওয়ান-ইলেভেনের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নেবেন না। ছত্রিশ বছরের বস্ফগাহীন শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার দুঃসহ অধ্যায় পাড়ি দিয়ে ভগ্নহৃদয় জনগণ আজ খুঁজে পেয়েছে নতুন পথের দিশা, বুক বেঁধেছে বেঁচে থাকার নতুন আশায়। দেশ ও জনগণ আগের তিমিরে আর ফিরে যেতে চায় না।

একথা অনস্বীকার্য যে অর্থনৈতিক মুক্তিই হচ্ছে সকল মুক্তির আধার। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাধিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। উৎপাদনের পথে অন্তরায় এমন সব বাধা দূর করার জন্যে কৃষকদের সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের বাম্পার ফলনের ক্ষেত্রে ভূমি, কৃষিশ্রম এবং সহায়ক দ্রব্যাদি ও উপায়সমূহের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে।

বাজারের বর্তমান অবস্থায় চালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জনজীবনে যে অস্থিরতা তৈরর করেছে তা ভয়ঙ্কর। সরকার যদি জনগণের বেঁচে থাকার সামান্যতম অবলম্বনটুকুর নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে গণ-আস্থার ভিত্তি নড়ে উঠতে বাধ্য। যেসব অসাধু ব্যবসায়ীর লাগামহীন লালসা চালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী, অচিরেই তাদের চিহ্ণিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। মজুদদারীর কবল থেকে মুক্ত করতে হবে খাদ্যশস্য। সরকার নিজের দায়িত্বে দেশীয় এবং বিদেশী বাজার হতে খাদ্যশস্য ক্রয় করে হ্রাসকৃত ও নামমাত্র মূল্যে বাংলাদেশের সর্বত্র তা বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেবে অতি দ্রুত, জনগণ তা আশা করে।

ঘাটতি পূরণের জন্যে বিদেশ থেকে চাল আমদানির ক্ষেত্রে সরকার সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার দায় পোহাতে হচ্ছে নিরীহ জনসাধারণকে। এই ব্যর্থতার কোনো পুনরাবৃত্তি যেন হয়, সেজন্যে সরকারকে আরও দূরদর্শী হতে হবে। উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হিসেবে বিদেশ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাল আমদানির উপর সরকারকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। ভারতের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নেপাল, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, চীন ইত্যাদি দেশ হতে আমদানির পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। পাশাপাশি চালের সাবস্টিটিউট খাদ্যশস্যসমূহের উৎপাদন বাড়ানো ও বাজারজাতকরণের প্রতি সরকারের নতুন নতুন প্রকল্প চালু করতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ত্রিমুখী হুমকির সম্মুখীন হয়।

এক. আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি,

দুই. পর পর তিন দফা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং

তিন. সংস্কারের ধাক্কা।

এই ত্রিমুখী হুমকির বাস্তবতায় সঠিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারিভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাব ছিল।

দেশের দুই বরেণ্য অর্থনীতিবিদ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাঁদের সুনাম রয়েছে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা এবং অর্থ উপদেষ্টা বাংলাদেশের নাজুক অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর অঙ্গীকারে জনকল্যাণমুখী, বাস্তব পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবেন, বাংলাদেশের দুর্ভাগা মানুষ এই বিশ্বাসে বুক বেঁধে আছে। সরকারের দ্বিতীয় বছর তাই বাংলাদেশের অর্থনীতির এক অগ্নিপরীক্ষা। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিঃসন্দেহে একটা মৌলিক দাবি। এ দাবি পাশ কাটিয়ে শেষরক্ষা হবে না। ইতিহাসের এক অনিবার্য পরিণতি বর্তমান সরকারের অবশ্যম্ভাবিতা ঘটিয়েছে। প্রধানত অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করা ছাড়াও সমাজে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি উজ্জ্বল পদক্ষেপ হবে। জনগণের প্রত্যাশা, বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী কর্মসূচির মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ গ্রাহ্যহীন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেফতারকৃত শিক্ষক ও ছাত্রদের দীর্ঘদিন ধরে আটকিয়ে রাখার আচরণ সরকারের ভাবমূর্তিকে ম্লান করেছে। আর যাই হোক, এমন কোন অন্যায় তাঁরা সংঘটিত করেননি যার ফলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পতিত হয়েছে কিংবা দেশ অচল হয়ে গেছে অথবা দেশে দুর্নীতি ও লুটতরাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ভাবপ্রকাশের অধিকারকে খাটো করে দেখার ধৃষ্টতা সরকার প্রদর্শন করতে পারে না। শিক্ষক হচ্ছে সমাজের বিবেক। সমাজকে আলোকিত করেন তারা। তাদের সাথে বৈরী আচরণ জাতি হিসেবে আমাদের খাটো করে। সরকারের প্রতি অনুরোধ, অনুগ্রহপূর্বক তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। গ্রেফতারকৃত শিক্ষক ও ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তি দিন।

অপরিহার্য কারণে পদত্যাগ করতে হলো পাঁচজন উপদেষ্টাকে। শপথ নিলেন নতুন পাঁচজন। এটা নতুন নয়। পদত্যাগ শঙ্কা বয়ে আনে না বরং পথ পরিস্কার করে। পরিবর্তন সংঘটিত হয় প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী এবং অর্থবহ করার জন্যে সমাজের কল্যাণ সাধনের ধারায় এমন অনেক পরিবর্তন মাঝে মাঝে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

সরকারের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণযোগ্যতা এবং নিরপেক্ষতা। এজন্যে প্রয়োজন জনগণের সাথে সরকারের ইন্টার-একশন বৃদ্ধি করা। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরকারের সংলাপ শুরু করতে আর কালবিলম্ব করা ঠিক হবে না।

জনসাধারণ, সরকার এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইন্টার-একশনের মাধ্যমে সুসমন্বয় সৃষ্টি করা অতীব জরুরী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োগ করতে হবে অ্যাডজাস্ট, চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স (এসিবি) পদ্ধতি।

সরকারের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ। সময়মতো নির্বাচন দিতে হবে। তার আগে সংস্কার আনতে হবে রাজনৈতিক দলসমূহে। রাজনীতি ছাড়া দেশ চলতে পারে না। গণতন্ত্র এগুতে পারে না রাজনৈতিক দল ছাড়া।

সরকারের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের সংলাপের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এ সত্য অনুধাবন করতে হবে যে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে যখন যে সরকার আসবে, তাদের যোগ্যতা থাকতে হবেতত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুসৃত প্রক্রিয়ার, উন্নয়নের এ ধারা ও গতিপ্রকৃতি অব্যাহত রাখা এবং আরও উন্নততর করা।

সকল পর্যায়ে নির্বাচন সম্পন্ন করা, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঘোড়াকে বশে আনা, বিদ্যুৎ ও পানি সঙ্কটের সমাধান, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বর্ধিতকরণ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সূচনা করার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের একটি স্বর্ণোজ্জ্বল স্থান দখল করে থাকবে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে আপোষহীন বাংলাদেশের ঘটনাবহুল জাতীয় জীবনের এক ব্যতিক্রমধর্মী এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার। -লস এঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র

খালাম্মার শেষ খোলা চিঠি

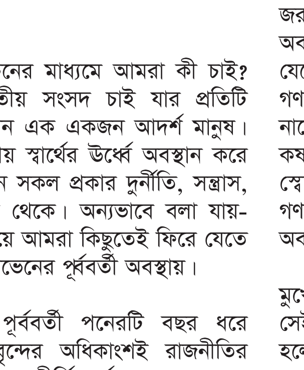

অ-নেক দিন হয়ে গেল এই দেশে আসা। প্রায় ১৪/ ১৫ বছর।
বাজানকে যে হারালাম। আত্মীয়-স্বজন যাদের ছোট রাখি আইছিলাম তাদের আবার বিয়েও হয়ে গেছে।
শুনলাম কয়েকজন মা হতি চলিছে। দেশ আর আত্মীয়-স্বজনের জন্যে মনটা বড়ই বেজার থাকে।
মন ছটফট করে। মনে হয় ছুটি যাই দেশে। মরতে হয় ঐ দেশে গিয়েই মরি, তাও ভালো।
এই দেশে খাওয়া দাওয়া, চিকিৎসা সব সবই ভালো। কিন্তু মনের খোরাক, ভালো লাগা, তা খুঁজি পাইনারে বাবা।
সত্যি কথা কি, দিল খুলি যে একটু কারো সাথে কথা বুইলবো তাতো হচ্ছে না। ঐ জরিনা, ছাকি, ফজলের মা, রোকেয়া বিটি ওরাতো নাই এখানে। সারাদিন নামায, কালাম, পান খাওয়া আর একুশ পড়া এইতো কাজ। যাই হোক বাবারে, ভুল-ত্রুটি মানুষ মাত্র আছে, যদি কখনো কোন কিছু লিখতে গিয়ে অযৌক্তিক কিছু লিখে ফেলেছি তাহলে ক্ষমা করো। এ চিঠি হয়তো তোমাদের কাছে আমার শেষ চিঠি।
চলি যাচ্ছি আগামী মাসে, জানিনে আর ফিরবো কিনা। আমার আদরের বড় ছেলেডার দুইটা কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। ঢাকা থেকে কলকাতা, অনেক অনেক টাকা গচ্ছা গেছে। ফল কিছুই পায় নি।
ডাক্তাররা বুলিছে দুইডা কিডনি নষ্ট।
ডায়ালোসিস একমাত্র চিকিৎসা। প্রচুর, প্রচুর টাকার দরকার।
জানিনে কি হবি। চোখ দুইডা এমনি ঝাপসা, এখন এই সংবাদ শুনি চোখে আর কিছুই স্পষ্ট মনে হয় না।
বাবা জাহান, হুদা, কাজী, মাহমুদ, মামুন তোমরা যে দেখা করে গেছো, তোমাদের জন্যে দুই হাত তুলে দোওয়া করি। তোমরা মিলেমিশে থাকো। একুশ বন্ধ করো না।
বাঁচি থাকলে আবার আইসবো।
ভালো থাকো। মিথ্যা কথা বুলো না।
আল্লাহ হাফেজ।
খালাআম্মা,
আয়েশা সিদ্দিকা
অক্সনার্ড থেকে।

....
আমাদের জনপ্রিয় লেখিকা খালাম্মার খোলা চিঠি, আমাদের পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণ ছিলো।
মানুষের জীবনে কখনো কখনো এমন সময় এসে যায়, তখন আর চিন্তা করার অবকাশ থাকে না। খালাম্মার ছেলের সুচিকিৎসাসহ খালামার দীর্ঘ আয়ু কামনা করছি আমরা।

জাহান হাসান
একুশ এডিটর ইন চীফ

একুশ পড়ুন
একুশে বিজ্ঞাপন দিন
একুশ পত্রিকায় লিখুন
Ekush:818-941-3876

একুশ (Ekush) 21 Bangla News-Magaine is published biweekly for the subscription price of $29.00 per six month & $55.00 per year by 21 Newspaper, 13659 Victory Blvd. Suite 376, Van Nuys, CA 91401, USA. Peridicals postage paid at Van Nuys, CA. POSTMASTER: Send address changes to Ekush, P.O.Box 15126, North Hollywood, CA 91615-5126. views and opinions expressed by authors and contributors in articals, letters, oopinion pieces, reports, advertisement, etc. appearing in 21 (Ekush) newsmagazine are their own. The paper neither shares nor endorses them and thus should not be held responsible for the views/opinions of the writers and advertisers. The management has the right to refuse to print any advertisement, news,article, letter or any other material. Incase of any errors in advertisement the management will not be liable for more then the amount paid for the advertisement. Letter to the editor or opinion are welcome to express their opinion in thise columns. Please keep your letter brief and to the point. Letter without full name, compleate address and a daytime phone number will not be published. also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged. Letters can be mailed, or email or faxed at: 13659 Victory Blvd, # 376, Van Nuys, CA 91401, USA, Letter@Ekush.Info Fax: (877) 226 4524. OPINIONS EXPRESSED are those of the writer and do not necessarily reflect those of the Ekush staff. Guest editorials from residents are encouraged, as are letters to the editor. Letters will be published on a space-available basis. It is our intention to publish all letters we receive, except those that are libelous or are unsigned. Preference will be given to those that are faxed to (323) 983 9300 or e-mailed to editor@ekush.info. All letters must include the author's name and telephone number for purposes of verification. Letters also may be mailed to our offices located at 13659 Victory Blvd., Suite 376, Van Nuys, CA 90401. Also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged.All letters and guest editorials are subject to editing for space and content.